উৎসর্গ

মুক্ত ছন্দে গাহিতেছি বিদ্রোহের গীত।
হিন্দী রত্নাকর হ'তে করি' আহরণ
সযতনে হে জননী, তোমার কিরীটে
স্থাপিলাম এ উজ্জ্বল মণি, দীপ্তিমান,
ভাস্করের মত জ্যোতির্ম্ময় চিরন্তন।
আসন্ন বিপদ স্মরি' হিন্দু মুসলমান
ম্রিয়মান ; মেঘাবৃত যথা সুধাকর ;
স্তব্ধ ভাষা রজনীর মত। নির্ব্বিশেষে
দরিদ্র কৃষাণ, অগণিত লাখ লাখ,
মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী তস্করের হাতে
ক্রীড়া পুত্তলিকা-প্রায় যাপিতেছে দিন,
ভীত ত্রস্ত অপলক নেত্রে সকরুণ ;
যেমতি রজনী অন্তে তারকা-মণ্ডল
নভস্তলে নির্নিমেষ সকরুণ আঁখি।
দানবের অত্যাচারে হৃত গর্ব্ব, মান,
গৃহ পরিত্যাগী, হৃত-সতীত্ব সম্মান,
রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা পথের উপর
যায় গড়াগড়ি, ছিন্নমূলা লতা সমা।
প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে উঠিছে ক্রন্দন
গৃহে গৃহে নিরন্তর গগন-বিদারী,
যথা ধায় নদ-নদী-জলাশয় হতে
ঊর্দ্ধদিকে বাষ্পকুল হিমের প্রভাতে।
নৈরাশ্যের কুজ্ঝটিকা অবনীমণ্ডল
করেছে আবৃত ; অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ
প্রেতের মতন পাছে-পাছে ঘুরিতেছে।

বঙ্গের গৌরব-রবি হয় অস্তমিত
চিরতরে ধীরে-ধীরে পশ্চিম গগনে।
আকণ্ঠ করেছে পান তীব্র হলাহল
গৃহ-বিবাদের। দ্বিখণ্ডিত বঙ্গদেশ।

ভারতের মুক্তিকামী বঙ্গের সন্তান,
দেবীরদেউলে যা'রা ছিলে বিদ্যমান
সুবর্ণ প্রদীপরূপে, এবে নির্ব্বাপিত
একে-একে কারাগার পবিত্র প্রাঙ্গণে,
মৃত্যু-পরে আত্মা ব'লে যদি কিছু থাকে,
স্বর্গ ব'লে যদি থাকে কিছু, যেথা শুনি
পুণ্যময় আত্মার আবাস, সেথা বসি'
নিরীক্ষণ কর কিরূপেতে বঙ্গভূমি
ছারখার হ'ল অনাহারে, অত্যাচারে;
নিত্য জর্জ্জরিত, তবু করে না কেহই
হস্তদ্বয় উত্তোলন রোধিতে অন্যায়।

স্মরি' তব ভবিষ্যৎ বিদরে হৃদয়,
হলো না শৃঙ্খল মুক্ত; দাসত্ব বন্ধন
দেখ হ'ল দৃঢ়তর; বিধ্বস্ত এদেশ,
তাহার সভ্যতা, কৃষ্টি, সাহিত্য, সম্মান
পশ্চিমের প্রভঞ্জনে যাইবে উড়িয়া
একে-একে উৎপাটিত ছিন্নপত্র সম।
মৃত্যু অনিবার্য্য শৃঙ্খলিত বাংলার।
দেখিতেছি উঠিতেছে তাহার চিতায়,

সুনির্ম্মিত শুভ্রতম মর্ম্মর প্রস্তরে
অভ্রভেদী মৌন ম্লান স্মৃতির মন্দির
তাজমহলের প্রায় স্বাধীন ভারত ;
ধনে-জনে-গরিমায় বিষয়-বৈভবে
বিশ্বমাঝে অতুলন অদ্বিতীয় হয়ে,
অনন্ত কালের চক্ষে অশ্রুর মতন।
তাহাও অক্ষয় হ'লে বঙ্গের সান্ত্বনা।
দেশ গেল মবে, তবু র'বে বঙ্গদেশ
যুগ-যুগ ধরে' দেশ-ভক্ত ঋষিদের
তীর্থেব মতন, যথা পূত বারাণসী।
তীর্থপথে তৃণসম অধিবাসিগণ
যাহাতে বাঁচিতে পাবে, ফুটাইতে ফুল
নিজ ক্ষমতায়, হিংস্র জন্তু পদতলে
না হয়ে দলিত, কুষাঙ্কুব রূপে যা'তে
করিতে লাঞ্ছিত, করি' আঘাতে আঘাত,
সে হয় সক্ষম, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলি'
রক্ষা করে সত্তা আপনার, সেই আশে
অর্পিলাম অগ্নিময় বাণীর ঝংকার।

স্বীকৃতি

"বঙ্গাল্ কা কাল্" পুস্তকখানি অনুবাদের অনুমতি দিয়া "বচ্চন" (শ্রদ্ধেয় কবি অধ্যাপক শ্রীযুক্তহরিবংশ রায় এম্, এ) আমার প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার অতিশয় স্নেহসহকারে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই সঙ্গে আমি তাঁহাকেও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

প্রীতিভাজন সুকবি শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র মিশ্র, একান্ত সুহৃদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পরিয়া, কল্যাণীয়া শ্রীমতী জ্ঞানবতী লাঠ, কল্যাণীয়া শ্রীমতী ভাগীরথী জালান, কল্যাণীয়া শ্রীমতী ত্রিবেণী সিং, পরলোকগতা সুভদ্রাকুমারী মেহেতা এবং কলিকাতা অভিনব সংস্কৃতি পরিষদের সদস্য ও সদস্যাগণ মূল গ্রন্থখানি অনুবাদে ও এই পুস্তক প্রকাশে আমাকে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটেই আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ইহা ব্যতীত আমি এই পুস্তক প্রকাশে আরও নানা ভাবে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীসুপ্রিয় সরকার মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

৫৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা।
জন্মাষ্টমী।
১১ই ভাদ্র, ১৩৫৪ সাল,

ইতি
শ্রীভুপেন্দ্রনাথ দাস

বাঙলায় বচ্চন-সম্বর্দ্ধনা

প্রথম কথা—বইটা হিন্দী বইয়ের তর্জ্জমা। দ্বিতীয় কথা—বইটা হিন্দী কবিতার তর্জ্জমা। এই দুই কথার কিম্মৎ লাখ টাকা।

হিন্দী সাহিত্যের বাঙলা তর্জ্জমা বড় বেশী নাই। এই হিসাবে ভূপেন দাস বাঙালী সমাজে একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। বাঙালীর বাচ্চারা হিন্দীপ্রেমিক হইতে শিখিবে।

একালের বাঙালীর পক্ষে হিন্দী সাহিত্যও জরুরি। হিন্দী ভাষাও জরুরী। দুইই বাঙালী জাতের দখলে রাখা আবশ্যক। বাঙালীরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। জার্ম্মাণ ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। ইতালিয়ান ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। রুশ ভাষা ও সাহিত্য দখলে আনিতেছে। এই সকল সাহিত্য ও ভাষা দখল করিয়া বাঙালীর বাচ্চারা বিশ্ব-শক্তিকে সদ্ব্যবহার করিবার কাজে পাকিয়া উঠিতেছে। হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য দখল করা সম্বন্ধে বাঙলীর বাচ্চারা গা-ফেলি করিবে কেন? ভূপেন দাস যুবক বাঙলায় এক নয়া পথের প্রদর্শক ও নেতা হইলেন।

হিন্দী কাব্যের খবর বাঙালীর বাচ্চারা রাখে কি? এক প্রকার রাখে না বলিলেই চলে। বোধ হয় এমন কি মৈথিলী শরণ গুপ্তও বঙ্গ-সাহিত্যে আর বঙ্গ-সমাজে অপরিচিত। লজ্জার কথা! হিন্দী-কাব্য সম্বন্ধে এতখানি আনাড়ি বাঙালী জাত্ বাঙলায় বচ্চন কবিকে পাকড়াও করিতে পারিল,—ভূপেন দাসের দৌলতে। বচ্চনের মারফৎ বাঙালী জাত্ বুঝিতে পারিতেছে যে, হিন্দী কাব্য একালের ভারতীয় সাহিত্যে অন্যতম পয়লা নম্বরের সম্পদ।

ইহাতে হিন্দী কাব্যের লাভ ছাড়া লোকসান নাই। কেন না বচ্চন হিন্দী সাহিত্য সংসারের সুযোগ্য প্রতিনিধি। অ-হিন্দী

খ

জগতে হিন্দী সাহিত্যের দূত হিসাবে বচ্চনকে কাজে লাগানো খুবই সম্ভব ও স্বাভাবিক।

বচ্চন উঁচু দরের কবি। বচ্চনের ছন্দ গতিশীল ও জোরদার। বচ্চনের বচন গুলা যার পর নাই সরস ও শাঁশাল। বচ্চনের চিন্তা সম্পদ তাজা ও তেজস্বী। বচ্চনের কল্পনা সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ, ও বহুনিষ্ঠ। বচ্চন যে-ভাষায় লিখিতে অভ্যস্ত সেই ভাষা তামাম ভারতের তারিফযোগ্য তো বটেই,—সত্যি-সত্যি জগদ্‌বরেণ্য। বচ্চনের কাব্য হিন্দী ভাষাকে বাঙালী জাতের নিকট যার পর নাই আদরণীয় করিয়া তুলিবে। এই জন্য আমি বিশেষ আনন্দিত।

ভূপেন দাস বচ্চনকে বাঙালী জাতের জন্য আবিষ্কার করিলেন। বাঙলা কাব্যের আসরে বচ্চন সম্মানিত ঠাঁই পাইলেন। এই বচ্চনসম্বর্দ্ধনা বাঙালী জাতের চিত্তকে বাড়াইয়া দিতে পারিবে। নয়া বাঙলা হিন্দী-গৌরবে বাঙালীর গৌরব অনুভব করিবে। ইহা আন্তরিক সুখের কথা।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-বিপ্লব সুরু করিবার সময় আমরা বাঙলায় হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। বেশী ফল ফলে নাই। এতদিনে এই দিকে বাঙালী জাতের সুনজর পড়িতেছে। ভূপেন দাসের এই বই বাঙালী জাতের ভিতর হিন্দী-নিষ্ঠা ও হিন্দী-প্রেম সজাগ ভাবে বাড়াইয়া তুলিবে।

বইটা তর্জ্জমা বটে। কিন্তু "বংগাল্ কা কাল্" হিন্দীতে যতটা মৌলিক বস্তু, "কালের কবলে বাংলা" বাঙলায় ঠিক যেন ততটা মৌলিক বস্তু। তর্জ্জমা মনে হয় না। একদম স্বাধীন রচনা বলিলেই চলে,—অথচ হিন্দীর শব্দ আর ছন্দ দুইই প্রায় পূরাপূরি বজায় আছে। বচ্চন নিজেই যেন বাঙলা লিখিয়াছেন। অথবা ভূপেন দাস যেন বচ্চনের কলিজা ও মগজ দুইই দখল করিয়া বসিয়াছেন। খুবই বাহাদুরির কথা।

বিলাতী কবি বায়রণ গোলাম গ্রীসের দুঃখে দরদী ছিলেন।

তাঁহার ভাবুকতায় বিলাতী সমাজে গ্রীক নরনারীর লাভ কিঞ্চিৎ-কিছু ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আসল কথা,—বায়রণের রোমান্টিক ঝাঁঝ খাইয়া ইংরেজ নরনারী তাতিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীস-বিষয়ক বায়রণী কাব্য ইংরেজী সাহিত্যের এক বিপুল স্তম্ভ।

বচ্চন আজ বাঙলার দুঃখে দরদী। বাঙলার নরনারী হিন্দী সাহিত্যের মারফৎ অশেষ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বেশ বুঝিতেছি যে, হিন্দী সাহিত্যে জোয়ার আসিয়াছে। বঙ্গ-প্রীতি, বঙ্গ-সেবা, বঙ্গ-প্রচার বচ্চনের পক্ষে অন্যতম উপলক্ষ্য মাত্র। বায়রণের গ্রীস যা, বচ্চনের বাঙলা তা। জয় হিন্দী সাহিত্যের জয়।

বচ্চন আসলে বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি। ভাবুকতা আর রোমান্টিকতার সাগরে সাঁতার কাটা বচ্চনের স্বভাবসিদ্ধ। বচ্চন হিন্দী সাহিত্যে ফরাসী বিপ্লব আমদানি করিয়াছেন। বিপ্লব-প্রীতি, বিপ্লব-সেবা, আর বিপ্লব-প্রচার বচ্চন-কাব্যের যথার্থ মুদ্দা। এই বিপ্লবের আবহাওয়ায় হিন্দী সাহিত্য ভারতে আর দুনিয়ায় অঘটন ঘটাইতে পারিবে।

ভূপেন দাসের নেতৃত্বে আমি বচ্চন-সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিতে পারিয়া জীবন ধন্য করিলাম।

৪৫, গিরিশ বোস রোড
কলিকাতা ১৪
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

বিনয় সরকার

কালের কবলে বাংলা

বাংলায় লেগেছে অকাল ;
কাঙ্গালে ভরেছে ধরা,
সর্ব্বত্র কঙ্কালে ভরা।
দীনতায় সংখ্যাতীত লোক,
স্ফীতোদর,
প্রসারিত কর,
পাঁচ আঙ্গুল যুক্ত করি',
দেখাইছে মুখ,
নয়ন কোটরগত,
বহে অশ্রুধার,
মানব হয়েও ভুলি' মান অপমান,
ঘুরে গ্রামে গ্রাম,
নগরে নগরে,
হাটে ও বাজারে, দর দর, দুয়ারে দুয়ার।
ওরে, এ যে ক্ষুধা মূর্ত্তিমান,
দীর্ঘাকার!
তৃপ্ত কে করিবে এরে ?
কে খাওয়াবে পেট ভ'রে ?
ক্ষুধাতুরে করাবে ভোজন ?

মৃত্যু মুখ সহস্র যোজন
প্রসারিয়া,
চিবাইয়া,
আমোদে মাতিয়া,
নাচিতেছে মনের হরষে।
দিগম্বর নাচে মহাকাল
বাংলায় লেগেছে অকাল।

ধরিত্রী কাঙ্গালে ভরা।
কঙ্কালে ছেয়েছে ধরা।
কি বলিলে?
কোথায় অকাল?
কোথায় কাঙ্গাল?
কোথায় কঙ্কাল?
কি বলিলে?
কালগ্রস্ত বঙ্গ সুবিশাল?
সেই বঙ্গ?—
দূর দূরান্তরে যার মেঘের ছায়ায়
কলকল ছলছল নদী বয়ে যায়,
বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, আদি-অন্ত-হীন,
নয়নের অভিরাম বিরাম-বিহীন,
যে দেশে বিরাজ করে নদী, সরোবর,
খাল, বিল, সুশীতল,
নির্ম্মল নির্ঝর,
ধরণী সিঞ্চিত করে
উদ্যান উর্ব্বর?

যেথা জন্মে, বৃদ্ধি পায় শ্যাম তরুবর,
প্রস্ফুটিয়া পুষ্পদল,
শাখে শাখে রহে ফল
সাজে কলি কুসুমের চেয়ে মনোহর!

সেই বঙ্গ ?—
দেখি যারে পুলক নয়নে,
কণ্ঠভরে,
মধুস্বরে,
কবিগণ গাহিয়াছে রাষ্ট্রীয় সংগীত—
বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্·········
বন্দে মাতরম্—।
হিমাদ্রির চূড়া হ'তে
কুমারিকাবধি
প্রতি গিরি-গুহা হ'তে,
কানন, প্রান্তর হ'তে,
মরুস্থলে, মাঠে মাঠে,
দেশে দেশে, হাটে হাটে,
পল্লী,
নগর হ'তে
প্রতি স্থানে পথে পথে
সর্ব্বত্র বাহিরে ঘরে
স্বাধীনতা মহামন্ত্র বল
কণ্ঠে কণ্ঠে হ'ল নিনাদিত
কণ্ঠে কণ্ঠে যা' প্রতিধ্বনিত!

যে দেশের মুক্তিকামী বীরেন্দ্র-কেশরী,
শত শত জন,
কথায় কথায়
হইয়াছে দেশান্তর ;
হাতে বেড়ি, হাতকড়ি, শৃঙ্খল ঝন্‌ঝনে
গেয়ে গেছে
শুনায়েছে
টলায়েছে মন,
জীবন দিয়েছে ডালি
দেশপ্রেম মূল্যরূপে ঢালি
কঠিন কঠোর ঘোর কারার প্রাঙ্গণে।

যার বীর পুত্রগণ ফাঁসীমঞ্চে আসি'
বিনাভয়, দ্বিধাহীন,
হাসিমুখে অমলিন,
নিজ হস্তে ফাঁসী রজ্জু পরেছে গলায় ;
কিম্বা স্ফীত বক্ষ ল'য়ে
গুলির সম্মুখে আসি
রুখিয়া দাঁড়ায় ?

সেই বাংলা ?—
যার প্রতি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
দেশের নির্জ্জীব দেহে সঞ্চারে পরাণ,
আত্ম-অভিমান,
স্বাধীনতা জ্ঞান।

আজ——

কালের কি গতি হায় !

আমি নিজে অসহায়,

হ'য়ে আছি নিরুপায়,

স্বয়ং নিষ্প্রাণ,

মৃত্যুমুখী হ'য়ে গ্রাম,

গণিতেছে দিন অবিরাম

হে কবি, তোমার সেই অমর গীতের ধ্বনি ;

সুজলা, সুফলা,

মলয়জ, চর্চ্চিত,

শস্যশ্যামলা,

ফুল্ল-কুসুমিত,

দ্রুম-সুসজ্জিত,

নিয়ত সুহাসিনী,

সুমধুর-ভাষিণী,

ধরণী, ভরণী,

ত্রিজগত-বন্দিতা,

এই বঙ্গভূমি আজ নহে নহে সে ভূমি।

বাংলার ভূমি আজ

হ'য়েছে ফসল-হীন,

দীন হীন হ'য়ে আছে,

অবনত ও মলিন।

যে আছিল ভরণী, সে হয়েছে হরণী,

জল দে, ফল দে, দে আমায় অন্ন দে,

আর্ত্তনাদ ; যে করিত জীবন প্রদান,
সেই বঙ্গ হয়ে আছে নির্জ্জন শ্মশান।
অজগর-প্রায় যেন ফিরাইয়া মুখ
আপনি গিলিছে নিজে নিজের সন্তান।
সন্তান-সন্ততি খায়,
বালক-বালিকা খায়,
যুবক-যুবতী খায়,
খাইতেছে বৃদ্ধ ও জোয়ান।
নির্ম্মম হৃদয়ে তার সকলি সমান।
পিশাচী হয়েছে বঙ্গ——
এ কলঙ্ক দেয় সর্ব্ব স্থান।...

হায় ভগবান!
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, করুণা-নিধান ;
জননীরে পিশাচী কয়েছি ?
ওরে পাপ, শান্ত হও,
ওরে ভ্রান্তি, দূরে যাও,
ঠিক, অন্নপূর্ণার অঞ্চল
তাতেই সর্ব্বস্ব আছে ;
শুকিয়ে যায়নি অন্নজল,
হয় নাই অনাবৃষ্টি,
বন্যার প্রবাহ,
সেখানে ত আসে নাই
পঙ্গপাল দল।
পরন্তু তথাপি বঙ্গ ক্ষুধায় কাতর!
মায়ের আঁচল-ভরা ধন

কে লুটিল ?
কোন্ জন সে হীন তস্কর ?

চলিও না হস্ত আর,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল ;
স্তব্ধ হও লেখনী আমার।
চলেও বা কি করিবে
সাধ্য নাই সত্য কহিবার।
হস্ত বন্ধ,
সত্য কহা দোষ,
রুদ্ধ বাক, স্তব্ধ ভাষা,
অহো কি আফশোষ !
উপস্থিত পরাণ সঙ্কট।
বর্ষ বর্ষ পুষিয়াছ পালিয়াছ যারে,
ক্ষুধা ক্ষুধা ক্ষুধা করি,
শুকায়ে শুকায়ে মরি,
নিদারুণ দুঃখ সহি
তথাপি নীরব রহি,
এক সাথে যাইতেছে মরি',
এক সাথে যাইতেছে ঝরি',
যেমন বহিলে ঝড়
যত পত্র বৃক্ষোপর,
পুরাতন, হরিতাল,
বৃক্ষ-তলে পড়ে যায় ঝরি'।
কৃমির কীটের চেয়ে
ইহাদের মৃত্যু ভয়ঙ্কর।

বল বিশ্ব বিখ্যাত মেদিনী,
বল বিশ্ব ইতিবৃত্তে হে চির-শোভিনী
বল বল বঙ্গভূমি, হে পুণ্য মেদিনী
বল তুমি বঙ্গদেশ, হে পূত মেদিনী,
বল তুমি হে বিভার চির-প্রসবিনী,
বল বল হে অমৃত পুত্রের জননী
জননী, গোবিন্দ-গীতি
তন্ময় গায়ক,
সুরসিক বিনায়ক,
কবীন্দ্র ভকত প্রভু শ্রীজয়দেবের,
বঙ্গ ভাষা,
জীবন-আশা,
কবিকুল-পিকবর শ্রীচণ্ডিদাসের
পদ্মাবতী পদ-অনুরাগী,
পরম বিরাগী
শ্রীচৈতন্য দেব, যাঁর
ভকতির ধার
বিগলিত করেছিল
হৃদি বাংলার।

বল আরও হে অমর পুত্র-প্রসবিনী,
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর-জননী,
রাষ্ট্রগীতি-রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের,
মানবতা-জ্ঞান-স্বপ্নচারী শরতের,
বিশ্ব-বন্দ্য কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র নাথের,

ভারতের মণি পিককণ্ঠী সরোজিনী,
তরু দত্ত, দ্বিজেন্দ্রের বন্দিতা জননী,
অগ্নি-বীণা বাজাইল যে বিদ্রোহী কবি,
তুমি কি সে নজরুলের সাধনার ছবি ?

বল মোরে হে অমর পুত্রের জননী,—
জননী ভবিষ্য-দ্রষ্টা রামমোহনের,
রামকৃষ্ণ, যোগীশ্বর
শ্রীঅরবিন্দের,
বিবেকানন্দের ন্যায় ব্রত-পরায়ণ,
দেশ-প্রেম-উন্মেষক, সার্থক জীবন,
'লাল'-'বাল' বন্ধু 'পাল'
বিদ্যাবাচস্পতি সুরেন্দ্রের,
ধনঞ্জয় প্রায় যার
প্রতিজ্ঞা ভীষণ,—
নহে পলায়ন,
যার প্রতিধ্বনি
হৃদয়ে হৃদয়ে আজও করে গুঞ্জরণ—
সুরেন্দ্র নাথ যেন
"সারেণ্ডার নট্"
যাঁহার নামের ধ্বনি
শুনিয়া বিস্ময় মানি,
তাঁহারই সমকক্ষ
বাগ্মীবর ঘোষ,
দেশবন্ধু দাশ, আর
জ্ঞানী আশুতোষ,

তাঁহাদের জননীর, একি পরিহাস,
বিধাতাব ; কোথা গেল যতীন্দ্র সুভাষ

বল বল হে নির্ভীক পুত্রের জননী—
জননী, বিদেশী নীতি প্রথম বিবোধী,
বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রহরণ-ধারী,
মীর কাসিম, সিরাজের ;
বিপ্লবের অগ্রদূত
শ্রীক্ষুদিরামের,
কৈশোবে যে দিয়েছিল
সবারে প্রমাণ,
ভষ্মস্তূপ অন্তরালে ছিল বিদ্যমান
ভীম দাবানল ;
পবম সাহসী
বিস্ফোটক-ধারী,
রাসবিহারীর,
যার কথা আজও শুনি,
গিয়ে দেশান্তরে
ছদ্ম বেশে ঘুরি', গ্রামে
নগরে নগরে
অগ্নি প্রজ্বলিত করে দুর্ব্বলের প্রাণে ;
আর ধীর যতীনের
সহিদ যে জন বসি'
কারাগার অন্তরালে
তলে তলে পলে পলে
জ্বলিয়া জ্বলিয়া,

তিলে তিলে, মিট্ মিট্ করি'
একষট্টি দিবস ধরি'
অনশন ব্রত পালি'
করিল প্রয়াণ
আর বিশ্বে মহাবাণী করে গেল দান,
পরাধীন এ নশ্বর ক্ষুদ্র দেহখানি,
আত্মা মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য, সত্য এই জানি।

বল্ অমর পুত্রের জননী,
বল্ অজর পুত্রের জননী,
বল্ অভয় পুত্রের জননী,
বল্ বঙ্গে হে বীর মেদিনী,
এখন কোথায় তোর সে আত্ম-সম্মান,
এখন কোথায় তোর সে গরব জ্ঞান,
এখন কোথায় তোর বাঁচার বাসনা,
কোথা গেল মরণের তোর অভিমান ?
বল্ মোরে হে বঙ্গের বীরের মেদিনী,
কোথায় রে ক্রোধ তোর ;
বিগত বিরোধ ঘোর ;
অন্যায়ের কোথা অবরোধ ?
ভুলে কি গেছিস্ কা'রে কহে প্রতিশোধ ?

ব'লে দেরে হে বঙ্গের বীরের মেদিনী,
কোথা তোর হুতাশন,
কোথা স্বাধীনতা পণ ?
কোথায় প্রযত্ন তোর বৈর নির্য্যাতন ?

বল্‌ মোরে ওরে বঙ্গ বীরের মেদিনী,
কোথা তোর শিরতাজ
কোথায় সে রণসাজ,
কণ্ঠের আওয়াজ কেবা করেছে হরণ ?

বঙ্কিম উন্নত শিরে
বিশ্ববাসী সবে
লক্ষ্য করি' জিজ্ঞাসিয়াছিল—
"কে বলে মা তুমি অবলে ?"
আমি কহিতেছি, তুমি অবলে ;
যদি তা' না হ'তে, মাতঃ,
না হ'তে দুর্ব্বলা
তবে কি তোমার এই অযুত সন্তান
আপনার অন্ন হ'তে হইত বঞ্চিত ?
যে অন্নের 'পরে শুধু তারই অধিকার
অপরে লইত লুটি' ?

আর, যারা আপনার পরিশ্রম দিয়ে,
করিয়া কর্ষণ ভূমি,
বুনি' যত্নে বীজ
রোপিয়াছে ফল মূল,
তুলেছে ফসল,
তিল তিল আপনার স্বেদবিন্দু দিয়ে
সিক্ত করিয়াছে মাঠ,
বাড়ায়েছে ফল,

অবশেষে,
মরিয়া মরিয়া,
পড়িয়া পড়িয়া,
ক্ষুধার তাড়নে,
শুকায়ে বিজনে,
বাহিরিয়া অস্থি ও পঞ্জর
পড়িয়া রহিত হেন ধরিত্রীর পর ?
অন্যায়েরে রুখিবারে হইয়া অক্ষম
মরিত কি নপুংসক সম ?

ক্ষীণকায় কুক্কুরের সম্মুখ হইতে
কেহ যদি কেড়ে নেয় মুখের আহার,
শুক্‌নো হাড়, রুটিটুকু,
সেও জানে গরজিয়া সিংহের মতন,
তুলি' লেজ,
স্ফীত দেহে,
বিদ্যুৎ গতিতে,
উচ্চ শিরে, লম্বা লম্বা দন্ত প্রসারিয়া
লম্ফ দিয়া বক্ষোপরে পড়িয়া তাহার
হৃত দ্রব্য করিতে উদ্ধার ;
কিম্বা নিজ শক্তি-বলে
সেই স্থলে
কেড়ে নিতে ভাগ আপনার।

কি আফশোষ !
পশু ও যা' জানে,—
আপনার অধিকার

ছিনায়ে লইতে
লড়িতে মরিতে তার তরে,
তুমি তাও ভুলে গিয়ে
হে বঙ্গ-সন্তান,
ক্ষুধায় মরিছ ?
তাইত নিস্তেজ মুখে পড়িয়াছে ছাই,
দীপ্তিহীন আঁখি দুটি উদাসীর প্রায়
হয়েছে বিপদ-গ্রস্ত
ক্ষুধাত্রস্ত,
চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে
লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে ;
ঊর্দ্ধে তুলি' হাত
করজোড়ে ভিক্ষা মাগ
দেবতার কাছে ;
কর আবেদন অন্ন বরষিতে।

এত কাল এই শিখিয়েছে
এই পড়িয়েছে
আর এই রটিয়েছে
তুমিও তাদের সনে গাহিয়াছ তাই —
"দুর্ব্বলের বল ভগবান"।
(হায় কেন কেহ কভু করে নি প্রচার,
দুর্ব্বলের বল ঐ ভগবান নয়,
দুর্ব্বলের বল বাহু — বদ্ধ মুষ্টিদ্বয়।)

তোমার প্রার্থনা শুনে যবে ভগবান
না টলেন, না করেন অন্ন বরিষণ

টপাটপ্ ঝোল ঝাল, তব ইচ্ছা মত,
তুমি দাও অদৃষ্টের দোষ ;
মনে ভাব, এই ছিল
ললাট-লিখন । --
বিধির বিধানে আছে যতটুকু যার
তর্ক করি' অণুমাত্র বাড়ে না কো তার ।
জীবনের শেষ অবধি এ সব রটনা করে',
তুমি যাও মরে' ।
কিন্তু যদি বাঁচও বা কি হবে সুফল
জীবনে মৃতের প্রাণ করিয়া সম্বল ?

পাশ্চাত্য জাতির মুখে শুনিবারে পাই
শিখে নাও ভাই,
জপ বসি তা'ই,
"গড্ হেল্প্স্ দোজ্
হু হেল্প্ দেম্‌সেল্‌ভ্‌জ"
বিধাতা সহায় তার
নিজে যার নিজের সহায় ।

মিছে পূর্ব্ব জনমের
ধরম বা করমেব
মধ্যে কর জীবনের
অর্থ অন্বেষণ,
ভীরু কাপুরুষ দল
করিয়া স্মরণ-স্থল
এ সকল, করিয়াছে
নিষ্ফল জীবন ।

আমি কহিতেছি শুন
বার বার পুন পুন
স্বর্গ হ'তে কোন কালে
আসে না আহার,
আকাশ হইতে রুটী
পড়িলে লইবে লুটি'
সে আশা অলীক
আশু কর পরিহার।
এ কথা বুঝিয়া লও
এই দুনিয়ায়
প্রতি রুটি-কণা-মাঝে
তোমারও যে ভাগ আছে
নিঃসন্দেহ তায়।
সেইটি বাঁটিয়া নিতে
সেইটি কাটিয়া নিতে
সেইটি ছিনিয়া নিতে
যাহা কিছু কর,
ন্যায় বলে ধরো।
আপনার অংশ ছেড়ে
নিশ্চল রয়েছ পড়ে
কেন তুমি ক্লীবের মতন?
উঠ, যাও, চেয়ে নাও,
জাগো বঙ্গে, হে ক্ষুধার্ত্তগণ।

বিঘোষিত ক'রে দাও দিক্-দিগন্তে —
ক্ষুধা কভু কারও কাছে ভিখ্ নাহি চায়,

কাহারও নিকট হ'তে মেগে নাহি খা:
ভিক্ষা করে তারা, যারা
নিষ্কর্ম্মা, কাহিল,
কিংবা অতি নরাধম, ক্ষুদ্র যার দিল্।
বুভুক্ষা পরম বলী,
বীর দর্পে যায় চলি',
ন্যায্য দাবী করিতে উদ্ধার
প্রতিষ্ঠা-মানসে নিজে নিজ অধিকার,
নাহি পেলে, বহাইতে রক্ত গঙ্গাধার।

হয়ো না অল্পেতে তুষ্ট আর,
জাগিয়া চাহিয়া দেখ
মেলিয়া নয়ন,
ত্যজিয়া শয়ন,
তোমারে এনেছে কোথা
সন্তুষ্টি তোমার।
হটিতে হটিতে,
কাটিতে কাটিতে,
আসিয়াছ তুষ্টি যেথা
মৃত্যু-পারাবার।

সাধুজন শিখায়েছে সন্তোষ তোমায়?
ফলাফল দেখে তার,
তোমারে হে ভাই,
বলিবারে চাই
তোমার সাধুরা সব মূর্খ ঘোরতর।

বরঞ্চ চালাক যত তোমার শাসক,
তোমার শোষক।
যত সব ফোঁটা-কাটা
কীর্ত্তনীয়া দল,
ভজি' রাম নাম, করি'
'হরি হরি বল'
বরষে সিঞ্চন করে
তাহাদের বাণী
তোমাদের 'পরে।
বলে, শান্ত, ভ্রান্ত রহ,
জ্বালিও না বিদ্বেষ-অনল,
তুলিও না সংসারেতে অতৃপ্তির সুর,
দূর কর ক্রোধ অসন্তোষ।
সে সময় তোমাদের কণ্ঠের ভিতর
লেগে থাকে শালগ্রাম,
বিঘ্ন হয়ে বসে ধর্ম্ম,
আটক হইয়া রহে ভাষা,
তাই নাহি বাহিরায়
বিদ্রোহের বাণী সর্ব্বনাশা।

নূতন জগতে মেলি' আঁখি,
জগতের নব নব চাল-চলন দেখি',
আপনার বুদ্ধি-বলে
শিখিবারে কিছুই না পার,
আঘাত পাইয়া কিছু
নাও, শিখে নাও,
মূল্য আছে তা'রও।

ভুলে যাও যত-কিছু
পুরাতন পুঁথি বা পুরাণ
ছিঁড়ে সব কর খান-খান।

মন হ'তে তুষ্টভাব ক'রে দিয়ে দূর,
অসন্তোষ-নাদে কর বিশ্ব ভরপূর।
বিদ্রোহের ধ্বজা তুলি',
হিতাহিত সব ভুলি'
আরও বৃদ্ধি কর্ ক্ষুধা,
ওরে ক্ষুধাতুর।
ক্ষুধার কি শক্তি বুঝে নাও
তার তেজ, তার দর্প,
সাহস বুঝাও
আপনারে।
দেখিবে তখন
তোমার সম্মুখে আসি'
নোয়াবে না শির
হেন ব্যক্তি আছে কোন্ জন।

আজ মনে পড়ে এক পুরাতন বাণী—
দশ বর্ষ আগে, কবি
নোগুচি জাপানী,
ভারতে থাকিতে,
দেখি' সারা দেশ জুড়ে নিষ্কর্ম্মা মানুষ,
বলিয়াছিলেন তিনি
উপদেশ ছলে,

"ইউ হ্যাভ্ টু গিভ্ ইয়োর পিপল্
দি সেন্স্ অব্ হাঙ্গার্।"
দেশবাসীদের
ক্ষুধার ধারণা করা
শিখাইতে হ'বে তোমাদের।

সে দিন সে কথা পড়ি'
হাসি পেয়েছিল।
কেন না যেথায় লোক কোটি কোটি জন
খাটি' দিনভর
নাহি পারে ভরাইতে
অর্দ্ধেক উদর,
বারেক পারে না যারা সমস্ত জীবনে
তৃপ্ত হ'য়ে করিতে আহার,
যে দেশের নেতৃগণ
প্রতিটি ভাষণে
ভুলেও ভুলে না
কভু করিতে উল্লেখ
"ষ্টারভিং মিলিয়ন্"
তথায় শোনানো লোকেদের—
"নিজ নিজ দেশবাসীদের
ক্ষুধা অর্থ বুঝাইতে হবে তোমাদের"
কত বড় উপহাস ইহা ?
বাস্তবিক,
কবিকুল
কল্পনার দাস ;
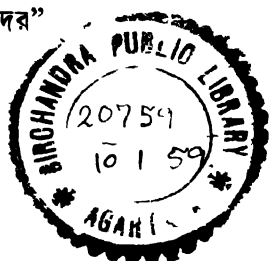
সে কারণ
লিখিয়াছে যা এসেছে মনে

দশ বর্ষ হয়েছে অতীত,
বঙ্গদেশে লেগেছে অকাল।
দেখিলাম পত্রিকায়,
কি ভাবে বুভুক্ষুদল
গহনা বেচিয়া,
বাসন-কোষন সব বন্ধক রাখিয়া,
গরু, ভেড়া, গাই, বাছুর,
জমি-জমা সব কিছুর,
বদনা, কাপড়, মায়া ছাড়ি,
বাস্তু-ভিটা ভাতের হাঁড়ি,
লয়ে পত্নী, পিতা-মাতা,
আস্‌ছে চলে কলিকাতা।

কিরূপেতে সংখ্যাহীন ক্ষুধিতের দল
মরিতেছে ঘুরে ঘুরে দুয়ারে দুয়ার।
দানা দানা করি' করে অশ্রু বরিষণ,
এক মুষ্টি অন্ন লাগি' কষ্ট অসহন,
কিঞ্চিৎ খাদ্যের আশে বহু নিপীড়ন,
সহিতেছে।
মরিতেছে
কুকুরের মত।
না না ; কোন কুকুরও ত
মরে না এ ভাবে।

ইহা যেন কীটের মরণ,
যেই কীট জগতের হীন হীনতম।
(উঃ! মানুষের দুর্গতির
সীমারেখাখানা,
কি জানি কোথায় আছে টানা।)

আরও যবে শুনিলাম,
ক্ষুধার জ্বালায়
পিতা-মাতা সন্তানের অন্ন কেড়ে খায়,
বাজারে বিক্রয় করে
সন্তানেরে
অর্থ বিনিময়ে,
যাহাতে সে অর্থে পারে
যাপিবারে দিন,
আরও দুই তিন,
হেয়তম এ পশু জীবন ;
ঘুরিয়া ঘুরিয়া নোংরা,
আবর্জ্জনা হ'তে,
আঁস্তাকুড় হ'তে,
অসহ্য দুর্গন্ধ-যুক্ত নর্দ্দমার মাঝে,
ব্যগ্র হ'য়ে করিতেছে
আহার সন্ধান ;
দেখিতেছে পাওয়া যায় কিনা
অণু মাত্র আহারের কণা,
যাতে ক্ষুধা হ'তে যায়
পাওয়া পরিত্রাণ ;

করিতেছে মানবতা
নিন্দিত, লজ্জিত,
মানুষে মানুষ নামে
করিছে বঞ্চিত……

তখন কয়েছি নিজে নিজে,
এখনো হয়নি বুঝা ক্ষুধা অর্থ কি যে,
এখনো হয়নি ঠিক ক্ষুধার ধারণা,
এখনো বুঝাতে হবে তার অর্থখানা
প্রতি জনে জনে।
ওরে ক্ষুধিতের দল !
আজ হতে বুঝে নাও
এই ভাবে মরণ নিষ্ফল।
হওয়ার জীবিত পুন,
হওয়ার জাগ্রত পুন,
হওয়ার উন্নত পুন,
ক্ষুধাতুর, এ যে নিমন্ত্রণ,
আজ তোরে করি আবাহন।

ক্ষুধা ত দুর্ব্বল নহে, নহে সে নির্ব্বল,
সকলের চেয়ে সে সবল,
সকলের চেয়ে সে প্রবল,
সকলের চেয়ে সে অটল,
ক্ষুধা কালী মহাকালীরূপী,

যা কালী সর্ব্বভূতেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ক্ষুধা মহাশক্তিশালী,
যা চণ্ডী সর্ব্বভূতেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ক্ষুধা মহাশ্বৈর্য্যশালী,
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ক্ষুধা সে ত মহামায়া চামুণ্ডা করালী,
অগণিত হস্ত, পদ, বদন, মণ্ডল,
বিশাল উদর, করাল-বদনা ভীমা।
তার পদভরে কাঁপে থর থর থর
ধরাতল ;
অন্যায়েরে করে সে চর্ব্বণ,
যে করে অন্যায় তার শোণিত শোষণ

পলকেতে চূর্ণ করি,—সাক্ষী ইতিহাস,-
অত্যাচারী সম্রাটের দুঃসহ শাসন,
কনক কীরিট, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন,
লুটায়ে দিয়েছে ক্ষুধা প্রাসাদ আবাস।

জান না কি তুমি ?
শোন নি কি কোন দিন
বিদ্রোহ অনলে
জ্বালায়ে কে দিয়েছিল
ফরাসীর ভূমি ?
তোমার মরণ-ক্ষুধা,
তুলিতে চাহ না তুমি হাত
সেই হেতু।
তাহাদের সুধা-প্রায়
জীবনের ক্ষুধা ছিল।
তাই তা'রা হেনেছে আঘাত,
চেষ্টাহীন বসি' না রহিয়া।
ওরা সাহসী ও বীর।
দেড়শত বর্ষ প্রায় হয়েছে অতীত
বিপ্লবের ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক
ফুটিবার পর হতে
ফরাসীতে,
যেথা ছিল স্বেচ্ছাচারী শাসক শক্তির
কেন্দ্র-স্থল,
'অডিগ্'-এর দুর্গ চূড়
দুর্ভেদ্য অটল।

রাজা নিজ ভোগ বিলাসের
সুরম্য মহল,
নৃত্যশালা,
প্রাসাদ ভবন,
সুনির্ম্মিত সুসজ্জিত করিবার আশে,
সমরে বিজয় লভি,'
সাম্রাজ্য বিস্তারে,
সর্ব্বরূপ সামগ্রীর
করি' সমাবেশ
খরচ করিতেছিল জলের মতন।

অন্যদিকে ফরাসীর দুঃখী প্রজাগণ
সে দুর্দ্দিনে
অতিকষ্টে
নিজ নিজ রক্তকণা দিয়ে
সংগ্রহ করিতেছিল
এ সব সম্ভার।

সহসা ছাড়ায়ে গেল
সহনের সীমা।
বহু প্রজা নৃপতিরে
দেখাতে চাহিল,
বুঝাতে চাহিল,
সব দুঃখের কাহিনী।

তথাপি দাম্ভিক সেই ফরাসী সম্রাট
চালাতে লাগিল তা'র
ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচার।

প্রজ্বলিত হ'ল ক্রোধানল
দেশব্যাপী, কোণায় কোণায়,
ভেঙ্গে গেল নিয়ম-শৃঙ্খল,
রাজ্য হ'ল ঘোর অরাজক,
চূর্ণ হ'ল সমাজ-বন্ধন,
লুপ্ত হ'ল আহার্য্য-সম্ভার,
প্যারিসের হাটে-বাটে
হইল উত্থিত
ক্ষুধিতের ধ্বনি হাহাকার।

এখনো হয়নি শেষ;
বিস্তারিব ও দিকের কথা।
রাজা, রাণী,
ত্যজি' রাজধানী
লইয়া রক্ষকদল, সেনা ও সেনানী
একাদশ মাইল দূরে প্যারিস হইতে
চলি' গেল "ভার্সাই" যেথা।

বনস্থলী মাঝে এক অতি মনোহর,
বসাইল সগৌরবে "ভার্সাই" সুন্দর,
ঋদ্ধি-সিদ্ধি ধন-জন বিষয়-বিভব
বৈভবের ভ্রান্তিকর যা' কিছু সম্ভব,

গম্বুজ নির্ম্মিত হ'ল, স্তম্ভ ও মিনার,
নভ-চুম্বী সৌধাবলী প্রকাণ্ড আকার,
চৌদিকে হরিৎ ঘন সুরম্য উদ্যান,
চিত্তাকর্ষী দৃশ্যাবলী হরিতেছে প্রাণ,
সুবিস্তীর্ণ ঝিল, আর তার নীলজল,
খেলিতেছে দুলিতেছে করি' টল্‌মল্‌,
সুদর্শন ঝরণার মধুর সঙ্গীত,
স্থানে-স্থানে গুঞ্জরিয়া হইছে ধ্বনিত,
সুরভিত সুশীতল মৃদু মন্দ বায়,
যাহার পরশে দুঃখ চিন্তা দূরে যায়,
বহিল তা'দের 'পরে অবিশ্রান্ত রূপে,
বুঝিবা কহিতেছিল অতি চুপে-চুপে,
শান্তিভঙ্গকারী কেহ জানিও নিশ্চয়
আসিবে না এই স্থানে ; নাহি কোন ভয়।
(কি অজ্ঞান ছিল তা'রা নাহি সে ঠিকানা,
কালই যে.বিদ্রোহ হ'বে কেহ জানিত না।)

প্যারিসে সকলে যবে মরি'ছে ক্ষুধায়,
বৃদ্ধ মাতা-পিতাগণ হ'য়ে অসহায়
পুত্রদের কাছে গিয়ে, ধরি হাত দু'টি,
বলি'ছে "পেয়েছে ক্ষিধা দেরে বাবা রুটী",
সে সময় ভার্সাই-এর মহল-ভিতর
ঝুলি'ছে ঝালর ঝাড় ফানুস বিস্তর,
সুরক্ষিত সুসজ্জিত সুবৃহৎ হলে',
আমীর ওমরাগণ বসি' দলে দলে,
নৃপ-দম্পতীর ভোজে দিতেছিল যোগ,
আনন্দ করিতেছিল তা'রা উপভোগ।

যখন ছিল না কোন আশার আলোক,
অনাহারে মরিতেছে প্যারিসের লোক,
ভুলি' প্রেম, যৌবনের রঙ্গিন-স্বপন,
পতিদের সম্মুখেতে আসি' পত্নীগণ,
হাত ধরি' তাহাদের চরণেতে লুটি',
বলিতেছে, "খেতে দাও, দাও ওগো রুটী,"
সে সময় ভার্সাই-এর রং-মহল ভরি',
চলিতেছে হাসি-ঠাট্টা আমোদ-লহরী,
উছলিছে, উথলিছে গন্ধের ফোয়ারা,
'স্যাম্পেন' 'হুইস্কি' ও 'ব্রাণ্ডি' নানাবিধ সুরা,
বোতল-বোতল ভাঙ্গি', খুলিয়া ঢাকন্,
পানেতে প্রমত্ত ছিল অভিজাতগণ।

না খেয়ে প্যারিসে যবে হয়ে মৃতপ্রায়,
শিশু আসি' জননীর আঁচল ছায়ায়
করুণ বদন লয়ে সজল নয়নে,
কহিতেছে ফাটাইয়া গগন রোদনে,
"ও মাগো, পেয়েছে ক্ষিধে, খাবার আনাও,
পারি না সহিতে আর, দাও রুটী দাও"
ভার্সাই-এর মহলের মাঝে সেইক্ষণে
সজ্জিত বিবিধরূপ রঙ্গিন বসনে,
সুনিপুণ বাদকেরা রুম-ঝুম করি',
বাদ্যযন্ত্রযোগে তুলি' সঙ্গীত-লহরী,
চৌদিকে নিশান, তথা ব্যুগেলের ধ্বনি,
তা'র মধ্যে সমাসীনা গর্ব্বিতা রমণী

ফরাসী-সম্রাট-পত্নী ম্যারিএন্‌টোনিট্‌,
(যাহার নামেতে হয় ভাগ্য সুনিশ্চিত)
অঙ্কোপরে সুশোভন রাজার কুমার,
পাছে-পাছে ঘুরিতেছে আনন্দে অপার
"লুই"-এর হিতাকাঙ্ক্ষী পাত্র-মিত্রগণ
তালে-তালে দলে-দলে আত্মীয়-স্বজন,
যেমতি কুমুদকান্ত আকাশ মণ্ডলে
পরিবৃত লক্ষ-লক্ষ তারকার দলে।

যতদূর দৃষ্টি যায় তা'র
দেখা যায় সামন্তেরা কাতারে কাতার,
আন্দোলিত অসির ঝলকে
দেয় পলকে-পলকে
নয়ন ধাঁধিয়া।
কিম্বা অসি খড়্‌গের ভীষণ ঝংকারে,
অন্তরে জাগায় ত্রাস,
কভু পাত্র মদিরার তুলিয়া সকলে
রাজস্বাস্থ্য করিতেছে পান,
রাজভক্তি পরাকাষ্ঠা
করিতে প্রচার।

প্যারিস নগরী যবে ক্ষুধায় কাতর
হয়ে, সর্ব্ব নাগরিক, শিশু, বৃদ্ধ,
ক্ষীণ ক্ষীণতর হতেছিল
দিন দিন,
ভার্সাই-এর পথ-প্রান্তে অতি তুচ্ছ হীন
যে কুকুর,

সেও পুষ্ট হ'তেছিল
সানন্দেতে করিয়া আহার
ভুক্ত-অবশিষ্ট,
ত্যক্ত ভোজ্যপাত্র হ'তে।

একদা প্রভাতে
পুত্র দেখে অভুক্ত জননী,
পতি দেখে গৃহমাঝে ভুখা প্রণয়িনী,
মাতা দেখে অঙ্কোপরি
শিশু অনাহারী ;
চকিতে সে মুহূর্ত্তেই প্যারিস নগরী
এক হয়ে গেল।

দেখিতে দেখিতে
পথে-পথে, হাটে-হাটে,
গলি-গলি, বাটে-বাটে,
ঘাটে-ঘাটে, ঘরে-ঘরে,
দোকানেতে, দ্বারে-দ্বারে,
দেওয়ানের দপ্তরেতে,
কফিখানা, হোটেলেতে,
দূরে-দূরে, কাছে-কাছে,
যাহারা যেখানে আছে
সকলের মুখে একসুর
সর্ব্বস্থানে একই গুঞ্জরণে
হইয়া উঠিল ভরপুর।

"এঁলো" "এঁলো" "এঁলো" "এঁলো"
চলো চলো চলো চলো
ঘর-ছেড়ে আজ বাইরে ওলো
"এঁলো" "এঁলো"
চলো চলো
"এঁলো" "এঁলো"
মিল মিল
"এঁলো" "এঁলো"
সবাই মিলে সাথেই চলো
"এঁলো" "এঁলো"
একই সাথে এগিয়ে চলো,
সাথেই চলো সাথেই রহ,
বলবে যা, এক সাথেই কহ,
করার যা, এক সাথেই কর,
এক সাথে সব সহ্য কর,
সাথেই বাঁচ, মর ওলো,
"এঁলো" "এঁলো" "এঁলো" "এঁলো"

যাহার জুটিল যেই অস্ত্র হাতিয়ার
হাতে করি, হইল বাহির।
কেহ বন্দুক পুরাণ ভাঙ্গা,
কেহ তলোয়ার মর্‌চে রাঙ্গা,
কেহ বল্লম ধারাল ফর্সা,
কেহ বা কুঠার কেহ বর্শা,
ভোঁতা, ধারাল, সরু, মোটা,
বাঁকা, সোজা, কেহ তের্‌চা,

কেহ ছড়ি, নয় কাটারী,
কেউ ভুজালি, লাঠিধারী,
খন্তা, খুন্তি, অস্ত্র নানা,
কেউ বা নিয়ে করাত্ খানা,
কারও পায়ে খড়ম, চটি,
কারও হাতে ঘটি, বাটি,
কিম্বা ইটের টুক্‌রা, পাথর
হাতে করি' সব সরাসর।

একদা প্রভাতে
জীর্ণ-শীর্ণ-বস্ত্র পরিহিত
উস্ক-শুষ্ক এলো চুলে
ছেলে, বৃদ্ধ, যুবা, নরনারী,
অগণন, দলে দলে,
শীর্ণকায় সংকল্পে অটল,
অত্যদ্ভুত অস্ত্র-শস্ত্র
তুলাইয়া সবে
করিতে করিতে ক্রোধে ভীষণ গর্জ্জন,
নভস্থল বিদারিয়া,
এক হয়ে
প্রধূমিত উচ্ছলিত
পঙ্গপাল-প্রায়
বাহির হইল পথে
যাবে ভার্সাই।

অগ্রসর হইল সকলে,
মুখভার রোষভরে।

শ্রাবণের ভরানদী যথা
হিল্লোলিয়া কল্লোলিয়া
প্রমত্ত হইয়া ধায়
দুকূল প্লাবিয়া
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া যত মহামহীরুহ
তটোপরি,
প্রসারিয়া বক্ষস্থল
মিলিবারে
সমুদ্রের সনে।

কে রোধে তাহার গাত
তাহার গর্জ্জন ?
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !
সব মানুষ এক সমান,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !
বিধাতার সব সন্তান,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !
আজাদীর সব হকদার,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !
স্বাধীনতার দাবীদার
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !
আর কারও নেই অধিকার,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !
আর কে করে অত্যাচার,
ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ !

এরূপ নিনাদে
এরূপ জেহাদে
কাঁপিল ভার্সাই থরথরি,
যথা সুকোমল লতা,
লজ্জাবতী-প্রায় ;
পবিত্রতা প্রতিমূর্ত্তি অবোধ কুমারী
দেখিয়া দানব-প্রায়, নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
প্রচণ্ড লম্পট,
হীনোদ্দেশ্যে তার প্রতি অগ্রসর হতে
কাঁপে থরথরি।

ক্ষুধার্ত্তের দল
যেইমাত্র প্রবেশিল ভার্সা'ইর ভিতর
সে কি কাণ্ড ভয়ঙ্কর, কেমনে বিস্তারি ?
যেমতি প্রচণ্ড ষণ্ড দলে দূর্ব্বাদলে
অথবা পশিয়া কোন
পণ্যশালা মাঝে
করে চূরমার যত
স্তুপীকৃত কাচের বাসন
সেইরূপে।
কি টুটিল
কি ফুটিল
আর যে কা'রা কি লুটিল,
যা, যা, পেল ভেঙ্গে চুরে
এদিক সেদিক ফেল্‌ল ছুঁড়ে।
বাকী যা' তাও লুটে নিল,
চায় না যা' তাও ফেলে দিল।

"আরে কি চাহিস তোরা
কোন্ বাঞ্ছা করিতে পূরণ
এই আবেদন, শীঘ্র ব্যক্ত কর।"
"ব্রেড্ এ্যাণ্ড স্পীচ্ উইদ্ দি কিঙ্গ,
ব্রেড্ এ্যাণ্ড নট্ টু মাচ্ টকিঙ্গ।"
"কিছু নয়,—এই মাত্র সোজা কথা দু'টি,—
কোথায় মোদের রাজা, কোথায় বা রুটী।"

হৈ চৈ করে,
সোরগোল করে,
আকাশ ফাটে সেই চীৎকারে,
কটু কর্কশ তা'দের ভাষা
দৃশ্য সে এক সৃষ্টিনাশা
দু' হাত তুলে দিচ্ছে আশা—
"কারেজ ফ্রেণ্ডস্।
উই শ্যাল্ নট্ ওয়াণ্ট ব্রেড্ নাও,
উই আর্ ব্রিংগিং দি বেকার,
বেকারেস্ এ্যাণ্ড বেকার্স্ বয়।"
মিত্রগণ, নিরাশার নাহিক কারণ,
মিলিবে এবার রুটী যত প্রয়োজন,
এই দেখ সবে মিলি' আনিয়াছি ধরে,
বাবুর্চি ও বাবুর্চিনী তোমাদের তরে,
সঙ্গে দেখ আনিয়াছি বাবুর্চির বেটা,
মা বাপের সাথে রুটী বানাইবে এটা,
ভরে যাবে পেট এবার, মিলিবে আহার
প্রচুর, ঘুচিয়া যা'বে কষ্ট হাহাকার।

ক্ষুধারূপী ভবানীর, বিশ্ব-বিজয়িনী,
লক্ষ লক্ষ অনুপম লস্কর সেনানী,
ফিরিতেছে পুনর্ব্বার প্যারিস নগরে
করিয়া বিজয় লাভ রাজশক্তি 'পরে,
রাজা, রাণী,
মন্ত্রী, মানী,
রক্ষক সেনানী,
সেনা অভিমানী,
আমীর ওমরা যত,
হতগর্ব্ব পদানত
বদ্ধমুষ্টি বগলতলায়।
তাহাদের চারিদিকে
বিদ্রোহী প্রহরীদল
বীরদর্পে রহিয়াছে ঘিরে ;
উচ্চকুলোদ্ভব যত
নির্ব্বাক রাত্রির মত
ফিরে এল
ধীরে-ধীরে-ধীরে।

বহু এল পদব্রজে,
জন কয় যানে বা বাহনে,
যে যেথায় পেল স্থান
বসে গেল ঠেসাঠেসি করে
বিজয়ের উল্লাসেতে সকলে উন্মাদ,
ভালমন্দ, হিতাহিত, ন্যায়-অপরাধ,

ভুলি', কোথা বসিয়াছে নিম্নে কি উপরে
ফিরিছে প্যারিসে সবে জয়ধ্বনি করে।
সবার হাতে লোহার ডাণ্ডা,
মেয়ে পুরুষ সকল পাণ্ডা,
নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলছে পথে,
কেউবা বসি তোপের রথে
কিম্বা তোপের পর।
ভীষণ বল্লম, ধারাল বর্শা,
ভাল-মন্দ, কাল, ফর্‌সা,
বন্দুক, সংগীন, উপর করি',
রুটীর টুকরা হাতে ধরি',
যেন সবাই বলছে ডাকি',
উচ্চ গলায় হাঁকি' হাঁকি'—
ভিক্ষা করি' করি নাই খাদ্য আহরণ,
বাহুবলে করিয়াছি খাদ্য উপার্জ্জন।

সত্য বটে ঋষিবাক্য—
"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

হে বঙ্গের সংখ্যাতীত
ক্ষুধিতের দল,
চেয়ে দেখ একবার উহাদের প্রতি
আর বার আপনারে কর নিরীক্ষণ।
উহাদের স্কন্ধ আর
স্কন্ধ আপনার,
উহাদের বক্ষ আর
বক্ষ আপনার,

উহাদের বাহু আর
বাহু আপনার,
মেপে দেখ্ একবার।
কর্ রে বিচার
কোনরূপে ফরাসীরা
শ্রেয়তর কি না।
তবু তা'রা কোথা, আর তোরা বা কোথায় ?
কোথা সমুত্থিত তা'রা, তোরা নিপতিত ?
সে সকল প্রাণবান সজীবের দল
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ?
আর তোরা প্রাণহীন অসার সকল
কোথায় আছিস পড়ি' ?
হস্তোপর রাখি' শির যা'রা করে রণ
কোথা সেই যোদ্ধৃগণ ;
আর কোথা দুই হাতে
কপাল আবরি'
নিষ্প্রাণ আছিস পড়ে
শম্বুকের মত !

তাহারাও মাটির পুতুল !
পার্থক্য কেবল
তা'দের বক্ষের মাঝে
উৎসাহের ঝঞ্ঝা ও তুফান
কেহ যেন দিয়েছে ফুৎকারি'।
আর তোর ঐ ক্ষুদ্র দেহের পিঞ্জরে
অতি-কষ্টে ধিকি-ধিকি
বহিতেছে শ্বাস।

থাকত যদি আমার মাঝে
তেমন তাকত্ খানি,
পাঠিয়ে দিয়ে তোদের নিকট
পরাণপ্রদ বাণী,
জাগিয়ে দিতে নূতন জীবন
হতো না মোর ক্রুটী
তাইতে সমুন্নত হয়ে
উঠতে সবাই ফুটি'।
প্রয়োজন সে কারণ এ হেন লোকের
যে নহে নিরাশ,
যাত্মন্ত্র আছে যা'র ভাষার ঝংকারে
যে এসে দেখাতে পারে পথ,
পূর্ণ করে মন দৃঢ়তায়।
তোমাতেও রহিয়াছে সত্তা মানুষের,
অদ্যাবধি যত কিছু করেছে মানুষ
মানুষের সাধ্যায়ত্ত সব।

এর উপর থাকে যদি তোমার বিশ্বাস,
তা' হলে জানিও ওহে বঙ্গবাসিগণ,
নিঃসন্দেহ ভাগ্য তব যাইবে বদলি'
তব কাল,
তব দেশ,
তব বেশ, আর
তব নব জনমের নূতন নিশান
ঝলকিবে সর্ব্বউচ্চে চমকি' আসমান।

নিজেরে চিনিয়া নিলে বুঝিবে যে নিজে-
মনোবৃত্তি বদলান শক্ত কাজ কি যে
তাহাতে বিলম্ব হবে।
আশা নহে হিমাদ্রির
কন্দর অন্দরে স্থিত
সংগোপনে সুরক্ষিত
দুষ্প্রাপ্য জিনিষ।
নহে রে নিজের 'পরে নিজের বিশ্বাস
ভারত-সমুদ্রতলে
বস্তু নিমজ্জিত।
দেখ্ বক্ষে রাখি' হাত,
তা'র মাঝে শোন্ রে স্পন্দন
হইতেছে এই দুই বস্তু চিরন্তন।
হয় নাই হেন কোন যন্ত্রের উদ্ভব
অধিক ক্ষমতা যার এ' দু'টির চেয়ে
একবার চালাইয়া দিলে ইহাদের,
দেখিবে তখন,
বঙ্গবাসিগণ,
কি প্রবল শক্তিশালী
সৈনিক তোমরা।

ছাড়িয়াছ পার্থিব সম্পদ,
উপনীত মৃত্যুর দুয়ারে
তৃণপ্রায় ছিঁড়িয়াছ মায়ার বন্ধন,
পরিজন আত্মীয়ের,
কেবল সবার সেরা

মমতা প্রাণের
তোমাদের রাখিয়াছে বাঁধি'।
ইহাও কাটিয়া ফেল।
তারপর হও অগ্রসর
ভীতিহীন স্ফীত বক্ষে।

ঐ শোন, আসে নিমন্ত্রণ,
ক্ষুধা-রূপী ভবানীর।
বঙ্গদেশে আকাশে বাতাসে,
ক্ষুধা-রূপী ভবানীর—

যা দেবী বঙ্গদেশেষু
ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

যা দেবী বঙ্গদেশেষু
দৈন্য-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

যা দেবী বঙ্গদেশেষু
কালরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

মুক্তির দিন,
শক্তির দিন,
পুণ্যের দিন,
আসিবে তোমার,
কোটি-কোটি জন বাংলার বাসী
আত্মবলেতে হয়ে বিশ্বাসী
এক সাথ হয়ে বাহির হইবে সবে।
নভঃ-ধরাতল কম্পিত হবে
তোমাদের কলরবে!—
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে চল্‌,
মিলি' একতায় ধরণীতল্‌,
প্রাণেতে সাহস বাঁধিয়া চল্‌,
সকলে আসিয়া সাথেতে চল্‌,
চল্‌ চল্‌ চল্‌
এক সাথে চল্‌, এক সাথে রহ
এক সুরে সবে এক কথা কহ
এক সাথে সবে ছাড় হুংকার
এক সাথে হাত তুলি' বারবার—
চাই রুটী, চাই স্বরাজ,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ।
চাই রুটী, চাই স্বরাজ,
ইন্‌-কিলাব্‌ জিন্দাবাদ!

এ ভাবে গঠন করি', হইয়া প্রস্তুত,
ধর্ম্মযুদ্ধে হও অগ্রসর।

অন্নের শপথ করি' যে সব মানুষ
রহে অনাহারে—
পাপী তা'রা।
যাহারা ক্ষুধার জ্বালা সহে বারে বারে–
পাপী তা'রা।
আর যা'র মৃত্যু হয় রহি' অনাহারে—
তাহারা পাতক।
তাহাদের ছায়াস্পর্শে—
অনন্ত নরক।
ঋষিদের
দিক-দিক-ব্যাপী,
যুগ-যুগ-ব্যাপী,
রয়েছে যে অমর ঘোষণা—
গিয়েছ কি ভুলে ?
অন্ন প্রাণ,
অন্ন যজ্ঞ,
ব্রহ্ম সনাতন।
আজ তুমি—
অন্ন নহে, ব্রহ্ম হ'তে হয়েছ বঞ্চিত ;
অন্ন নহে, ধর্ম্ম হ'তে হয়েছ বঞ্চিত ;
অন্ন নহে, কর্ম্ম হ'তে হয়েছ বঞ্চিত।
অন্ন লাগি' যুঝিবারে হও সমুত্থিত,
ধর্ম্ম লাগি' যুঝিবারে হও সমুত্থিত,
ব্রহ্ম লাগি' যুঝিবারে হও সমুত্থিত,
ওরে ওরে ঋষিপুত্রগণ,
ওঠ আজ ;
মূল কেন্দ্র আপন সত্তার

কর অন্বেষণ,
বাহির হইয়া পড় ব্যাকুল পরাণে।

এখনো রয়েছে বহু ভার্সাই-এর লোক
আমাদের মাঝে, অতিক্রূর ও কঠিন।
বরষিবে গুলিগোলা মস্তক-উপর,
হয়ত সে আঘাতেই আসিবে মরণ,
তথাপি নিশ্চিত জেনো
মরিয়া বাঁচিবে তুমি তা'তে,
কিন্তু এইভাবে বাঁচা জীবনে মরণ—
আত্ম-সমর্পণ মাত্র মরণের হাতে।
আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে,
রণস্থলে বহে যদি রুধিরের ধার,
কবিগণ, পাত্র ভরি' আনি' সে শোণিত,
লিখিবে তাহাতে এক অমর সংগীত,
বলিদান-গাথা।
যাহা শুনি', করি' পাঠ
মৃতের দেহেতে হ'বে জীবন-সঞ্চার
বার্দ্ধক্যে আসিবে পুনঃ ফিরিয়া যৌবন।

কিন্তু মরে যদি মানবতা,
—আমি শুনেছি বারতা,
লক্ষ লক্ষ এ ভাবেও মুদিয়াছে আঁখি—
তবু তুমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিও
যেহেতু শৃগাল, চিল, কাক পক্ষিগণ
ভক্ষ্য হ'তে হইয়াছ তুমি যোগ্যজন।

শুনিয়া হয়েছ তুমি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত,
নিখিল ভারত আছে হয়ে দ্রবীভূত
স্থানে-স্থানে খুলিয়াছে দরিদ্র-ভাণ্ডার,
সর্ব্বরূপে চেষ্টা করে চাঁদা ওঠাবার,
নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, সভা আয়োজন,
মুষ্টিভিক্ষা, পথে-পথে করিয়া ভ্রমণ
সংগ্রহ করিছে সবে অর্থ, অন্ন, বাস,
পাঠায়ে সহানুভূতি করিতে প্রকাশ।

পরন্তু আমার এই বিশ্বাস অটল,
চাঁদা উঠাইয়া কিছু নাহি হবে ফল,
কতদিন এ সকল করিবে আহার?
ক' দিন বাঁচিবে এতে রাখ খোঁজ তার?
পলকে উড়িয়া যাবে ভিক্ষালব্ধ ধন,
পদ্মপত্রোপরিস্থিত জলের মতন,
যত ধনী, বিড়লা ও সারাভাইদের
ডালমিয়া-জৈন আর হুকুমচাঁদের
ওয়ালচাঁদ মহামান্য আগাখান-আদি
যাদের সম্পত্তি আছে নিজাম অবধি,
এমন কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠধনীদের
যাহারা জগতে খ্যাত 'রত্নের কুবের'
সবার দৌলতে যদি অন্ন হয় কেনা
বাংলার দুর্ভিক্ষ তবু কভু ঘুচিবে না।

তোমার জানিতে হবে তুমি যে মানুষ,
নহ যে ঘৃণিত কীট আছে কি সে হুঁস?

আহার্য্য করিলে নষ্ট জীবনে মরণ,
আত্ম-সম্মানের বোধ রাখিও স্মরণ।
তোমায় জানিতে হবে তুমি যে মানুষ,
নহ তুমি দয়াপাত্র, দেবতার দাস,
দেবতা ভরসা যা'র সে ত কাপুরুষ,
হারা'য়োনা নিজোপরে নিজের বিশ্বাস।
তোমাকে জানিতে হ'বে তুমি যে মানুষ,
মানুষের অধিকার লভিতে উত্থিত,
নাহি হেন শক্তি রোধে, হে সিংহপুরুষ,
আত্ম-বিশ্বাসেতে জেনো জয় সুনিশ্চিত।

তুমি যে মানুষ তব জানা প্রয়োজন,
জীবন ধারণ লাগি' যাহা কিছু লাগে
তাহাকে করিতে রক্ষা, করিতে অর্জ্জন,
প্রাণ দান সেও ভাল রহি' পুরোভাগে।
পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা এই ঘোরতর
আত্মবলিদান করা শ্রেষ্ঠ শ্রেয়স্কর।
ইহাকে পারে না কেহ করিবারে ক্রয়,
যতই কর না সোণা চাদি বিনিময়,
আমার এ তাম্রখণ্ডে কি হ'বে তোমার,
তা'র সাথে তাই এই বাণীর ঝংকার
তোমাদের নিকটেতে করিনু প্রেরণ,
আশা—যদি তোমাদের নেচে ওঠে মন,
মহাকালী ভগ্নমনে জাগায় প্রেরণা,
জড়তা ত্যজিয়া উঠে বীর-বীরাঙ্গনা।

হুংকার ছাড়িয়া কহ—গেছে অবসাদ,
কেড়ে লব অন্ন ; ইন্-কিলাব্ জিন্দাবাদ্।

'বচ্চন' কবির পরিচয়

বাংলা দেশে "বচ্চন" কবি অপরিচিত হইলেও হিন্দী সাহিত্যাকাশে তিনি তরুণ রবির মতই উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান। ১৯৩২ সালে তাঁহার "তেরা হার" (অর্থাৎ তোমার গলার মালাখানি) নামে প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হওয়ার পর হিন্দীকাব্যসুধারসপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। ১৯৩৬ সালে "মধুশালা" নামে কবির আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে কবির যশ ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কবির লেখা শতরঙ্গিনী, আকুল-অন্তর, একান্ত-সংগীত, নিশা-নিমন্ত্রণ, মধুকলস, মধুবালা, মধুশালা, খৈযামের মধুশালা, প্রারম্ভিক রচনাবলী ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রভৃতি আরও প্রায় এগার-বারখানি জনপ্রিয় পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তবে বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বিষয়ক "বঙ্গাল্ কা কাল্" নামক পুস্তকখানি কবির অপরাপর পুস্তকসমূহের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তাহারমধ্যে এমন সমস্ত বস্তু আছে যাহা বাঙ্গালী জাতির নিকট আদর পাওয়ার যোগ্য। এই জন্য কবির এই গ্রন্থখানিই অনুবাদ করিয়া কবিকে বাঙ্গালী সুধীসমাজের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলাম।

নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন মূললেখার পরিবর্ত্তন না করিয়া অনুবাদ করিতে আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছি। এমন কি যথাসম্ভব মূল বইয়ের শব্দগুলি পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল বইখানি মুক্তছন্দে লেখা, সেই জন্য ছন্দটিও সম্ভব-অনুযায়ী সেইরূপ রাখার চেষ্টা হইয়াছে।

কবির আসল নাম শ্রীযুক্ত হরিবংশরায। 'বচ্চন' তাহার শৈশবের ডাকা নাম মাত্র। তবুও সাহিত্যজগতে এই নামেই পরিচিত হইতে কবি ইচ্ছা করেন। 'বচ্চন' কবি ১৯০৭ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখে প্রযাগে জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর তিনি যখন প্রয়াগ-বিশ্ববিদ্যালযে অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। কবিও তখন সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া পাঠ বন্ধ করেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত নানা সংঘর্ষের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। প্রায় ছয় সাত বৎসর কাল পাঠ বন্ধ রাখার পর তিনি পুনরায বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিযা পাঠ আরম্ভ করেন এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গবেষণার কার্য্যে ব্যয় করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিবংশরায় মহাশয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

কালের কবলে বাংলা

শেষের গান

একি হল হায় আজি বঙ্গের ললাটে !
বিভক্ত অসংখ্য দলে, প্রতারিত পলে-পলে
দলিত লাঞ্ছিত লোক নিত্য পথে-ঘাটে ;
কিবা হিন্দু, মুসলমান, নমঃশূদ্র কি খৃষ্টান,
অন্নহীন, বস্ত্রহীন নাহিক আশ্রয় ;
লজ্জা নিবারণ তবে কেহ আত্মহত্যা করে,
জঠর-জ্বালায় কেহ সন্তান বিক্রয়।
তবু সবে আছে সুখে, নগবে প্রফুল্ল মুখে,
বড় বড় নীতিবাদ ক'রে আলোচনা ;
নেতৃত্বের গর্ব্ব ক'রে, নানা সম্প্রদায় গ'ড়ে,
গোপনে শত্রুর সাথে ক'রে আনাগোনা।
নিজের স্বার্থের লাগি' দো'বে দো'রে ভোট মাগি'
ব্যবস্থা সভায় ক'রে নিজ কার্য্যোদ্ধার,
ছদ্মবেশাবৃত দেহ, চিনিতে পারে না কেহ,
মুখেতে মুখোষ নিত্য ক'রে ব্যবহার।
বড় ছোট জনে-জনে, ঘুষ নেয় প্রাণ-পণে,
অন্যায় বলিয়া কারো নাহি কোন ডর,
ব্যভিচার, স্ত্রী-হরণ, চলিয়াছে অগণন,
নির্ভয়েতে হত্যাকাণ্ড চলে নিরন্তর।
ধর্ম্ম নেই আছে ভাণ, দয়া নেই আছে দান,
কায়া নেই প্রাণ হীন আছে শুধু ছায়া ;
সমাজ প্রেতের মত, বিভীষিকা অবিরত,
কারও প্রতি নেই তা'র কোন দয়া মায়া।

এই কি সে দেশ যেথা জন্মিল নিমাই!
রামমোহন, কেশবের ক্রীড়াভূমি শৈশবের,
বিবেকানন্দের জন্ম এই বাঙলায়!
চিত্তরঞ্জনের দেশে একি আজ হ'ল শেষে!
ফাঁসীর-মঞ্চেতে যা'রা গেয়ে গেল গান,
তা'দের আত্মার প্রতি এই কি সহানুভূতি?
এইরূপে ঘটিল কি তা'র অবসান?
যে অতুল কীর্ত্তি লভি', অমর বঙ্গের কবি,
আজও ত নিভেনি তা'র চিতার অনল,
ইতিমধ্যে ভুলি' তা'রে ডুবাইলি আপনারে,
কেমনে করিলি পান তীব্র হলাহল?
চট্টলে, মেদিনীপুরে, বাঙলার ঘরে ঘরে,
বীর প্রসবিনী বালা কাঁদিতেছে কত?
স্বাধীনতা রণাঙ্গনে যুঝিয়া একাগ্র মনে
বীরেন্দ্র, যতীন্দ্র, বীর সুভাষও নিহত।
তোদের বাঁচাতে যা'রা, বরিল মরণ-কারা,
অমর্য্যাদা করি' তোরা তা'দের আত্মার,
স্বেচ্ছায় আনিয়া কিরে হানিবি আপন শীরে,
বিধাতার রুদ্ররোষে শাণিত কুঠার?

এখনো রয়েছে বঙ্গে তরুণের-দল,
বাহুতে শকতি আছে, বুকেতে সাহস আছে,
নয়নে স্বপন আছে, হৃদে আছে বল।
এখনো মরে নি তা'রা, হয় নাই লক্ষ্য হারা,
হে বঙ্গ জননী! তা'রা তোমার সহায়।

কিসের ভাবনা তব ? সেনাপতি নব-নব
উপজিবে দিতে প্রাণ তোমার সেবায়।
পশ্চাতে থাকে নি যারা, র'বে না পশ্চাতে তা'রা
সম্মুখে এগিয়ে যাবে পূজারীর-দল ;
শূন্য যে আসনখানি, পূর্ণ হবে বঙ্গরাণী,
কাঁপিবে দাপটে তা'র পুনঃ ধরাতল।
তরুণ-বঙ্গের আশা, তরুণ-বঙ্গের ভাষা,
তরুণ-বঙ্গের লক্ষ্য যা' কিছু মহৎ,
তরুণ-বঙ্গের প্রাণ, জগতে অতুল দান,
তরুণ-বঙ্গ কি ? সাক্ষ্য দিবে ভবিষ্যৎ।
তা'রাই করিবে তব বদন উজ্জ্বল,
গাহিবে তোমার স্তুতি সিন্ধু হিমাচল।